দেশ জনতার ছড়া

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রথম প্রকাশঃ
অমর একুশ-১৯৯৭ইং
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স, ঢাকা
বাংলাদেশ

ইন্টারনেট সংস্করণঃ
প্রবাসে সাহিত্য চর্চা
জিওসিটিজ.কম/নিউশিপন, ২০০২ইং
সংশোধিত ইন্টারনেট সংস্করণঃ
মরুপলাশ ডট কম
২০০৪, ২০০৫ইং এবং
২৭নভেম্বর ২০০৬ইং
১৩ অগ্রহায়ন ১৪১৩বাঙলা।
গ্রন্থস্বত্বঃ
মীরা, বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী।

কম্পিউটারে বাংলা কম্পোজঃ
লুবনা বাসেত 'বৃষ্টি'/ জেকরা বাসেত 'নদী'
প্রচ্ছদঃ সংগ্রামী কানসাটবাসী।

Email:
marupalash@gmail.com
rupashee.chandpur@gmail.com
mohona.mohona@gmail.com
website: www.marupalash.com

দেশ জনতার ছড়া

উৎসর্গ

পানি বিদ্যুৎ এর দাবীতে কানসাটবাসী এবং শনির আকড়ার বাসিন্দারা পুরো বিশ্বকে দেখিয়েছিলো আমরা লড়াকু বাঙালি... পুরো বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে দেখেছিলো তাদের সেই আন্দোলন.. সেই আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী গোলাম রব্বানী, মোসলেহউদ্দিন মাসুদসহ তাতে অংশগ্রহনকারী সকল এলাকাবাসী ও যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সহিত আমার এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হলো।

জয় হোক মেহনতি মানুষের।

-লেখক।

এ গ্রন্থে যে ছড়াগুলো সংকলিত হয়েছে..

বিদেশে আমরা যৌবন বেইচ্যা খাই / মিডিয়ার সৃষ্টি / একাত্তরের যীশু ২০০৬/ কানসাট দুই হাজার ছয় / নষ্টদের ভোগদখলে / দেশ জনতা ছড়া / ঝড়ো মাতা বৈশাখ / স্বাধীনতা/ ক্ষিপ্ত ছাগল নাইয়া / সিইসি'র কান্ড দেখে / সি ই সি সংকেত / শালীর কিস্‌সা / শিরোনাম / বীর শ্রেষ্ঠ ষ্টেডিয়ামে বীর শ্রেষ্ঠ বাংলা পুলিশ!!/ বিশ্ব শিশু দিবস/ ঈদের ছড়া/ ময়লা দাঁতের কবি/ তসলিমা নাসরিন/ তাল বাহানায় পাকা / ধ্যানে জাতিসংঘ / সতের আগষ্ট দু'হাজার পাঁচ/ পান সমাচার/**আমি সাকা-ফালু চাই**/ সত্য ভাসে লাশ হয়ে

বিদেশে আমরা

‘যৌবন বেইচ্যা খাই’

বিদেশে আমরা যৌবন বেইচ্যা খাই
কেন না আমাদের প্রযুক্তি জ্ঞান নাই।
ইংরেজীর দৌড় ‘ইয়েস-নো-গুড’
তাইতো হামেশাই থাকে ‘বেড মুড’
দিন আনি দিন খাই
মনে সুর -গান নাই,
বেঁচে আছি বলা যায়
তবে তাতে প্রাণ নাই!!

ছাপ করি ঘরদোর
রাস্তা ও গাড়ি,
পার করে পাঁচ সাল
দেশে দিই পাড়ি।

ঢাকাতে নামলে পরে
কতো নাজেহাল,
প্রবাসীর তরে তাহা
‘জাষ্ট ন্যাচেরাল’!!

কখনো বা জান দিই
নিজ দেশে গিয়ে,
কারো মাথা ব্যথা নেই
প্রবাসীকে নিয়ে।

আমরা কি তাহলে
পচা-শাক পণ্য?
রেমিটেন্স বেশী দিয়েও
নেই তাতে গণ্য।

আমরা ভোটার নই
তাই কি সতীন?
আমরা কি হবো সেই
বাঘা যতীন!?

২৭এপ্রিল ২০০৬ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

মিডিয়ার সৃষ্টি !!??

মিডিয়ারই সৃষ্টি নাকি
জঙ্গী শায়খ, বাংলা ভাই,
অবশেষে পাল্টে গেলো
বাস্তবতায় জবানটাই।
আবোল তাবোল বকতে গিয়ে
রাখলো না ফাঁক-ফোকর,
খুঁজতে থাকে কীভাবে দেয়
মিডিয়াকে ঠোকর।

সুযোগ এলো খেলার মাঠে,
নাইবা এলো পথে ঘাটে।

বুঝতে দিলো পুলিশ এখন
দেশের সেরা শক্তিধর !?
লাঠি, বাট্ ও বুটের জোরে
দেবে শেষে 'ফিপ্‌টি ফোরে'
উক্তি তবু
ভেড়ার মুখে
ওদের তোরা ভক্তি কর্!?

মিডিয়াকে জব্দ করার
সকল গোমর এবার ফাঁস,
ঢাকতে কী আর পারবে কভু?
দাও যদি ফের উগ্র কাশ!!

আর দেবে না মিডিয়াকে
করতে নতুন সৃষ্টি!?
তাইতো দেখি তোমার উপর
পুলিশ লাঠির বৃষ্টি!!

২১এপ্রিল ২০০৬ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

একাত্তুরের যিশু ২০০৬

(কানসাট গ্রামবাসীদের উৎসর্গ)

ফলের রাজা আম
ফল ফলাতে ঝরায় যারা
রক্ত এবং ঘাম!
সেই চাষীরা বাস করে এক
ছোট্ট সবুজ গাঁয়ে,
আঁকাবাঁকা মেঠো পথ আর
আম বাগিচার ছায়ে।

দেশ জোড়া যার গন্ধ আমের
পাখির ঠোটেও ছন্দ ঘামের।
সেই চাষীরা চাইলো তড়িৎ
ধান ফলাবে ধান,
এই চাওয়াতে তাদের বুকে
চললো মেশিনগান!!??
ডজন দুয়েক মরলো চাষী
বুড়ো এবং শিশু,
কানসাট তাই রক্তে রঙিন
একাত্তুরের যিশু!

২৭এপ্রিল২০০৬ইং
রিয়াদ, সউদী আরব।

কানসাট দু'হাজার ছয়
বর্ষবরণ ১৪১৩বাঙলা

(সংগ্রামী কানসাটবাসীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে)

চৌদ্দশ' তেরো
তুমি হয়ে এসো
কানসাটে এবার
বিষমাখা ছুরি 'এ্যারো'!!

তুমি হয়ে এসো
ক্ষিপ্ত বৈশাখী ঝড়,
ভেঙ্গে দাও হাত
ভেঙ্গে দাও দাঁত
কানসাট গাঁয়ে গড়ছে যারা
বিরাণ বালুচর!!

আমার টাকায় কেনা বুলেট
আমার বুকেই মারো!
দেখবো এবার গোয়ার্তুমি
আর কতোটা পারো!

তড়িৎ মন্ত্রী তুমি কহ–
তড়িৎ চাইলে মারবে মানুষ
ছাড়বে তুমি কথার ফানুস
কানসাটতো একাত্তরের
চেয়েও ভয়াবহ!
নয় কি মন্ত্রী কহ..?

তাহলে কী মগের মুল্লুক
আমাদের এই দেশ?!
দেখবো এবার সবাই মিলে
কোথায় ইহার শেষ!!

১৪এপ্রিল২০০৬ইং, রিয়াদ
১লা বৈশাখ১৪১৩বাঙলা

নষ্টদের ভোগদখলে

আজ কাল তো যাচ্ছে দেখা
সহজ সরল সত্যভাষী
দিনকে দিন হচ্ছে একা
ডাকাত কিংবা সিঁধেলচোরে
'বাকমানি' আর পেশীর জোরে–
কখন সোজা, কখন বেঁকে
নিচ্ছে কেড়ে একে একে –
সুস্থ সবল ভালোগুলো
রাত জোঁনাকীর আলোগুলো!
তবে কী আজ চাই সকলে
যাক চলে যাক ভালোগুলো
নষ্টদেরই ভোগ দখলে?

২৬/৮/০৫

দেশ জনতার ছড়া

রস-কস্‌হীন আমার ছড়া
বলতে পারেন ডালের বড়া।
টক ঝাল ও মিষ্টি কড়া,
খুঁজলে তাতে হয়তো পাবেন
বৃষ্টি ছাড়া দারুণ খরা!!

এই খরাটাই ১৪কোটি
দেশ জনতার শাপ,
মূর্খ নেতাই দিচ্ছে দেশে
পুষ্টিহীনের ছাপ।

খামছে ধরে শকুনগুলো
লাল সবুজের দেশ,
দেশ জনতার রক্তঝরা
হয় না আজো শেষ!!

তাইতো আমার ছড়াগুলো
শুকনো ছিড়ামুড়ি,
খুঁজলে তাতে যায় না দেখা
বৃষ্টি গুঁড়িগুড়ি।

একাত্তরে রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা পাই
রক্তে ভেজা বাংলাভাষা বিশ্বে পেলো ঠাই।
অক্টোবরের তেরো, দুই হাজার ছয়
শান্তিতে বাঙালির নোবেল বিজয়।

আমরাই বিশ্বের গর্বিত জাতি
শান্তিই আমাদের হোক চিরসাথী।

ঝড়ো মাতা বৈশাখ

নতুনের কথা কয়, ঝড়ো মাতা বৈশাখ
আম্র মুকুলে ভরা ফুল পাতা ওই শাখ।
বৈশাখী নাচে তাতে ছিঁড়ে পাতা ফুল
দানবী কী বৈশাখী? না না ওটা ভুল।

ঝড়ো হাওয়া এলে শত ভেঙ্গে যায় ঘর,
ভেঙ্গে পড়ে গাছ-পালা, ভাঙ্গে নদী-চর!
তবে কী গো বৈশাখী আমাদের পর?

না না সেতো ভুল গুলো ঝেড়ে করে ছাপ
ধুয়ে মুছে দেয় যতো ছিলো পাপ ও তাপ!
বৈশাখী ভাঙ্গে শুধু নতুনের জন্য
সক্কালে সুজনেষু, বৈকালে বন্য!
ভাঙ্গাটাকে যেন মোরা গড়তে পারি
সেই কথা বৈশাখী বলে প্রতিবারই!!

স্বাধীনতা

ক্ষ্যাপা বাউলের এক্‌তারা তুমি
নকশী কাঁথার মাঠে,
রবি, নজরুল
হাছন, লালন,
ক্ষীণস্রোতা নদী ঘাটে।

স্বাধীনতা তুমি নীল ডাহুকের
রাতভর ডাকাডাকি,
গাঁও-কিশোরীর
আলতা নিয়ে
হাতে পায়ে আঁকা আঁকি।

মাঝির কণ্ঠে ভাটিয়ালী তুমি
চাষীর কণ্ঠে জারি,
মুক্ত পাখি
আকাশ নীলে
ডানা মেলে সারি সারি।

স্বাধীনতা তুমি বুকের পাঁজর
শিশুর মুখের হাসি,
চপলা কিশোর
খেলার মাঠে
নিথর দুপুরে বাঁশি।

স্বাধীনতা তুমি লাখো জননীর
রাত জাগা হাহাকার,
আজো দেখি হায়!
মান কেড়ে খায়!
বেড়ে গেছে রাজাকার।

স্বাধীনতা তুমি সাড়ে সাত কোটি
বাঙালির কলতান,
তিরিশ লক্ষ

প্রাণের দামে
সূর্য উঠার গান।

স্বাধীনতা তুমি কবি সুকান্ত
জীবনানন্দ, জসিম,
হুমায়ুন আজাদ
কবি সামসুর
যাঁরা দিয়েছে অসীম।

স্বাধীনতা তুমি আমাকে শেখালে
'চির উন্নত মম শীর',
সূর্যসেন ও প্রীতিলতা আজো
বানায় সাহসী বীর।

স্বাধীনতা তুমি আমার চোখে
বর্ণালী ধারাপাত,
রঙ ধনু চুমি
ষড় ঋতু তুমি
জোছনা ধোয়া রাত।

ক্ষিপ্ত ছাগল নাইয়া

নামটি ছাগল নাইয়া
হয়কি মনে ভাইয়া
একাত্তরের যুদ্ধে হারাই
কত্তো পোলা মাইয়্যা।।

আমরা হারাই সব
লক্ষ পাখির রব
হঠাৎ যখন তুলছি ফনা
থাকলো সবাই চাইয়া।
যে এলাকার আমরা নারী
গাঁওটি ছাগল নাইয়া

রাজাকার ও পাইক্যাগোরে
নিত্য পাঠাই যমের ঘরে।

ভাবতো ওরা অবাক হয়ে
এরা কেমন মাইয়্যা!?
ক্ষিপ্ত ছাগল নাইয়া।

আমি সাকা-ফালু চাই!?

চাটগাঁর পো' সাকা
বলতে এবং চলতে পটু
রাস্তা যেটি বাঁকা!
সে পথেই তার ঘরে এলো
লক্ষ সোনার চাকা!
চাটগাঁর পো' সাকা।

বেফাঁস কথা বলেন
সুশীল পায়ে দলেন!?

একটু খানি ভারি হলে
হতেন কমন কাকা,
'চান্স' টা নিজেই ইচেছ করে
রাখলো করে ফাঁকা
চাটগাঁর পো' সাকা।

বিতর্কিত সাকাচৌ
ও-আই-সি তে গোলা মেরে
মারতে ছুটে ঘরের বউ !

লক্ষ নারি রাজপথে ছিঃ
মিছিল করে দেখায় সে-কি?

উঁচিয়ে জুতা-ঝাড়ু
ছড়ার ঘৃণার নাড়ু!
সাকা ফালু দু'জনেইতো
জোটের পায়ের খাড়ু!

তাইতো ওকে বলতে শুনি
যে যাই বলো ভাই.....
আমি সাকা-ফালু চাই!

খেল্ দেখালো মীর জাফরের
ভাস্তে জনাব ফালু,
নির্বাচনে বুঝিয়ে দিলো
মালটা বেজায় চালু ।

২৬জুলাই ২০০৪ইংরেজী

সত্য ভাসে লাশ হয়ে !!

(সত্য বলায় সৎ-সাহসী সাংবাদিক আনিস আলমগীর সুপ্রিয়জনেষু)

আফগানিস্তান দেখা শেষে
আনিস এবার বাগদাদে,
মস্ত ঝুঁকি, ছুটছে তবু
ক্যামেরাটি বাম -কাঁধে।

যুদ্ধ খেলায় কোন খেলোয়াড়
রাখছে গরম মরুর মাঠ,
দুই ঠাকুরে যুক্তি করে
দেশটা বানায় গরুর হাট!?

হায়রে! ফোরাত তোর কিনারায়
সত্য ভাসে লাশ হয়ে,
হাসছে দেখো লুটেরা সব
মিথ্যা কথায় পাশ হয়ে!

কারবালা ও হাসান, হোসেন
বড় পীরের মাঝার হায়!
কলংকিত হচ্ছে দেখ
বিধর্মীদের বুটের পায়।

তুলতে ছবি, লিখতে রিপোর্ট
ছুটতে থাকেন আলমগীর,
হায়রে লুটায়, মরুর ধুলায়
ইতিহাসের আরব বীর!?

পত্রিকাতে লিখতে থাকেন
জাতি সংঘ বধির - চুপ!
তেলের খনির দেশটা হলো
রক্ত নেশার মৃত্যু-কূপ!?

নয়তো তিনি জিন্দাপীর
মগজটা তাঁর মাখন-ক্ষীর,
সত্য বলায় তাইতো পেলেন
দেশ-জোড়া মান আলমগীর।

৩০ জুলাই ২০০৩ ইং / ১৫ শ্রাবণ ১৪১০ বাঙলা
রিয়াদ, সউদী আরব।

সিইসি'র কান্ড দেখে

বাংলাদেশের সিইসি
দেখতে তাকে ছিঃই ছিঃ
মিডিয়াকে ভাবেন ভাসুর
বলতে কথা
যথাতথা
ভয়টা তাহার বড় আপুর!!

তিনি নাকি সতী
তাতেই নাকি পারলো হতে
বিচারকদের পতি।

গো ধরেছে পদটা কভু
করবে নাকো ত্যাগ,
দেশ জনতার হাল্লাচিল্লা
পাক না যতই বেগ।

ভূয়া চাচার ভূয়া ভোটার
হলো হঠাৎ 'লিকআউট'
দেশ জনতাই করবে এবার
সিইসিকে 'কিক আউট'।

সি-ই-সি সংকেত !

মাসীর কথায় নড়েন-চড়েন
মিডিয়াকে ঘিন্না করেন
ফাঁক-ফোকরে পকেট ভরেন
দেশ-জনতার হক্,
বাংলাদেশের সি-ই-সি
বক ধার্মিক বক্ !

'ওপেন' বিষয় গোপন রাখে
পাবলিকেরা চায় না তাকে।
মোসলেহ্উদ্দিন, রব্বানীরা
জাগছে দেশের বাঁকে বাঁকে।

অবরোধে দেশটা অচল
ঝরলো আহা! বেশ ক'টা প্রাণ
হয়নি তবু 'আইজ্জা' সচল!

বিপজ্জনক মিডিয়াকে পাশ কাটালো পাশ্
ছলচাতুরী ফাঁশ!
ভাগ্যে তোমার সি-ই-সি
হারিকেন ও বাঁশ!!

১৪ নভেম্বও ২০০৬ইং

সাম্প্রতিক কালের দু'টি ছন্দ তালের কবিতা

শালীর কিস্‌সা

শুনবে? তবে শোনো আমার ইষ্টি- শালীর কিস্‌সা,
কালির জোরে ? গায়ের জোরে?
নাকি সেটা নেশার ঘোরে?!
একটু চালু বলেই পেলো সকল কাজে হিস্‌সা!
পতি তাহার সবার পতি
চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে সতী
লিখে ফেলে আজব দু'টি বুনো হাঁসের ইচ্ছা
হায়রে মজার কিস্‌সা।

যেমনি লেখা অমনি দ্যাখো হুমড়ি খেয়ে পড়ে
পত্রিকারা লুফে নিলো পৌছলো ঘরে ঘরে।
অই সে হাঁসের কথকথা
পৌছলো দেশের যথাতথা
ভীড় জমালো প্রেসের লোকে দেখা করার তরে।

'আমি বড়ো ব্যস্ত আছি' এম্‌নি কথা বলে
হাকিয়ে গাড়ি চললো শালী কবিতারই 'কলে' ।
কবিতাই সকল কথা, কবিতারই রব,
তুচ্ছ সকল দেখা-শোনা তুচ্ছ এখন সব
কবিতারই মক্ষিরাণী হেলে দুলে চলে
আহা হেলে দুলে চলে।

শিরোনাম

শিরোনাম সবখানে যেন সব কবিতা
কবিতার এই দেশে জনগন সবিতা।
তের কোটি জনতাই শিল্পী ও কবি
আঁকে তারা স্বদেশের কতো নানা ছবি।

রেলে, বাসে, বিমানে, কবিতার গন্ধ
ফুটপাত ও বস্তিতে আরো কতো ছন্দ।
ইতিউতি টেনে উড়ে নেই তার খোঁজ,
কাগজের পাতা ভরে দেখি রোজ রোজ।

জাতি আজ কবিতার ছন্দেতে বন্ধী
এই ফাঁকে আঁটে কেউ নয়া নয়া ফন্দি
কবিতার খেলা চলে হাটে আর বাজারে
কবিতার ফুল মালা দেয় কেউ রাজা রে।
কবিতায় চলে হর-কিসিমের ধান্দা
মওকাটা লুটে তারা বাকী সবে আন্ধা?!

বীর শ্রেষ্ঠ ষ্টেডিয়ামে
বীর শ্রেষ্ঠ বাংলা পুলিশ!!

১৭ এপ্রিল ২০০৬ইং চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ট ষ্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের উপর পুলিশের বীরত্ব (!?) দেখে আমরা মরুপলাশ, রুপসী চাঁদপুর, এবং মোহনা সাহিত্যপত্র ত্রয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল লেখকগন লজ্জায়, ঘৃণায়, অপমানে জর্জরিত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সাংবাদিক ভাইদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি।

মিডিয়ারই সৃষ্টি নাকি
জঙ্গী শায়খ, বাংলা ভাই,
অবশেষে পাল্টে গেলো
বাস্তবতায় জবানটাই।
আবোল তাবোল বকতে গিয়ে
রাখলোনা ফাঁক-ফোকর,
খুঁজতে থাকে কীভাবে দেয়
মিডিয়াকে ঠোকর।

সুযোগ এলো খেলার মাঠে,
না আসুক তা পথে ঘাটে।

বুঝতে দিলো পুলিশ এখন
দেশের সেরা শক্তিধর !?
লাঠি, বাট্ ও বুটের জোরে
দেবে শেষে 'ফিপ্‌টি ফোরে'
উক্তি তবু
ভেড়ার মুখে
ওদের তোরা ভক্তি কর্!?

মিডিয়াকে জব্দ করার
সকল গোমর এবার ফাঁস,
আর তো ঢাকা যাবে নাকো
দাও যদি ফের উগ্র কাশ!!

মিডিয়া তোমায় দেবে না আর
করতে নতুন সৃষ্টি!?
তাইতো তোমার উপর দেখি
পুলিশ লাঠির বৃষ্টি!!

রিয়াদ, সউদী আরব।
২১এপ্রিল ২০০৬ইং

বিশ্ব শিশু দিবস

লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়ে
বিশ্ব শিশু দিবস হয়
রেল বস্তিতে ওরা যারা
ছিন্নমুল আর ভাগ্যহারা
আধমরা সব নেংটা শিশু
ওদের কথা ক'জন কয়!?

ঈদের ছড়া

ঈদ আসে ওই
ঈদ আসে
আকাশ কোলে চাঁন হাসে
সুখের ঘরে
আরো সুখের বান আসে।

ঈদ আসে ওই ঈদ আসে
হাল দুখীদের দীর্ঘশ্বাসে জিদ্ আসে!

ময়লা দাঁতের কবি

কাঁধ ঝুলিয়ে চটের থলে
কাব্যগুরু সাজতে চাও?
ময়লা দাঁতও মাজতে চাও?
কেউ বাজাতে চায় না তোমায়
নিজে নিজেই বাজতে চাও!!

তসলিমা নাসরিন

আমায় ভালো কেউ বাসে না
এবং দেখে কেউ হাসে না
নাইবা বাসুক
নাইবা হাসুক
আমার কিছু যায় আসে না!!

তাল বাহানায় পাকা

যাঁদের খুনে দেশটি পেলাম
কেউ কী তাঁদের খুঁজি?
লোক দেখানো স্মরণ সভা
চক্ষু দু'টি বুজি!

কত্তো মহান নায়ক এলো
শুনছি মধুর বুলি,
বিকৃত সব ইতিহাসের
উড়ছে দেখি ধুলি!

ধর্ম বলো, কর্ম বলো
সব কিছুতেই ফাঁকি,
স্বার্থ হাসিল করতে আবার
আল্লাহ রসুল ডাকি!

এই যে আমি, এই যে তুমি
তাল-বাহানায় পাকা,
চলবে না তো মনটি সোজা
চলবে আঁকা-বাঁকা!!

ধ্যানে জাতিসংঘ

বসনিয়া চেচনিয়া
কতো শিশু মরছে!
বারুদে কালো ধলো
লাখো শিশু ঝরছে।

মরে গেছে ফুল পাতা
লাখো পাখির ছানা,
পুড়ে গেছে আহা কতো
মায়েদেরও ডানা!

ইরাক, ফিলিস্তিন আর লেবান'
বন্ধ শিশু ছন্দ!
ওসব দেশের বাতাসে বিষ
কামান গোলার গন্ধ!

মানবতা মরে গেছে
পশুপদে পিষ্ঠ,
দিকে দিকে রোনাজারি
আছে অবশিষ্ট!
শিশুদের কথা কয়..
নিরাপদ নয় নয়,
বিশ্বের দেশে দেশে
কতো সেমিনার হয়।

শিশু নিরাপত্তায় লাখো পাতি সংঘ
সবে আজ ধ্যানে আছে
ধ্যানে জাতিসংঘ!!

রিয়াদ
১৩আগষ্ট ২০০৬ইং

সতের আগষ্ট, দু'হাজার পাঁচ

সতের আগষ্টে
বোমা পাঁচশত,
একসাথে ফেটে দেশ
ক্ষত-বিক্ষত।

আমাদের স্বাধীনতা
হুমকির মুখে,
শরতের কাশফুলও
সীমাহীন দুখে।

বোমার আঘাতে দেশ
হয়ে গেছে জালি,
দেশ চালকের মুখে
দেখো চুনকালি!

নিরাপদ নই মোরা
নয় সে স্বদেশ,
ঘৃণা আর প্রতিবাদ
জানাই অশেষ।

দোষী যারা তাহাদের
বের করো খুঁজে,
অনিয়ম সইবো না
আর চোখ বুজে।

এবার জেগেছে দেশ
জেগেছে সবাই,
অনিষ্টকারীদের
করবে জবাই!!

১৭আগষ্ট২০০৫ইং

পান সমাচার

সেদিন 'বাত্‌হা' দেখতে পেলাম বাঙালি এক ছেলে,
গোলা ছুটের দৌড়টি দিলো পানের দোকান ফেলে।
থম্‌কে গিয়ে লক্ষ্য করি ছুটছে পুলিশ পিছে
বাঘটা যেন লম্ফ দিয়ে ধরবে হরিণ খিচে।

কিন্তু ছেলের দৌড়টা দেখি খুবই চমৎকার,
এঁকে বেঁকে ছুটছে আহা হচ্ছে পগার পার!

পান চিবানো, বেচা-কেনা 'মামনুহ্' সবার জানা,
পানের পিকে রাস্তা-দেয়াল যেন কসাইখানা।
তাইতো পুলিশ করছে ধাওয়া
পড়লে ধরা জেলের হাওয়া
খেতেই হবে। যেতেই হবে আপন দেশে ফিরে,
জীবন চলার ছন্দ তখন বাজবে ধীরে ধীরে।

কিন্তু ছেলে দেয়নি ধরা বেশতো আছে টিকে
হয়তো ছেলে 'চান্স' ও পাবে
বিশ্ব অলিম্পিকে !!

* বাত্‌হা - রাজধানী রিয়াদের প্রাণকেন্দ্রের নাম। বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালি ও দক্ষিণ এশীয়দের মিলন স্থান। এখানে পান চিবানো, বেচা-কেনা নিষিদ্ধ। তবুও অনেক শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে কিছু সংখ্যক বেকার বাঙালিদের এটা একটি চমৎকার এবং লোভনীয় আয়ের পথও বটে।
** 'মামনুহ্' = এই আরবী শব্দটির আভিধানিক অর্থ নিষিদ্ধ।

ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত

১৯৫৮ সালের ২রা অক্টোবর চাঁদপুর জেলা শহর, বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী এ ছড়াকার ১৯৮৪ সাল থেকেই রিয়াদ প্রবাসী। এখানে এসেই জন্ম দিয়েছেন 'মরুপলাশ' নামক একটি সাহিত্য পত্রিকার। যার সুদীর্ঘ (প্রকাশনার ২০ বছর) পথ পরিক্রমায় কখনই মুখ থুবড়ে পড়েনি। আজও বিরামহীনভাবে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। রুপসী চাঁদপুর এবং মোহনা নামক আরো দু'টি সাহিত্য পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই ছান্দসিক কবি বৃষ্টি-নদী-বৈশাখী নামের তিনটি ফুলের মতো তনয়ার জনক।তিনি সপরিবারে রিয়াদ প্রবাসী।

আশির দশকের এ ছড়া-শিল্পীর প্রকাশিত শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ - কিচির মিচির, ভোরের শিশির, বৃষ্টিকে চিঠি, পাখির রাজা ফিঙে ।

কিশোর কাব্যগ্রন্থ - ভাললাগে না ।

কিশোর গল্পগ্রন্থ - পাপ্পা-মাম্মা- বেবী বিয়ার

শিশু-কিশোর নাটক - ঝরামুকুল

বক্তব্যধর্মী ছড়াগ্রন্থ - দেশ জনতার ছড়া, সময়ের প্রতিবাদী ছড়া, লড়াই ।

সম্পাদিত যৌথ কাব্যগ্রন্থ - দেয়াল বিহীন কারাগার এর প্রেম

সম্পাদিত ইতিহাসধর্মী গ্রন্থঃ একাত্তর বাঙালি জাতির জন্ম

কাব্যগ্রন্থ - তুমি এলে তাই বৃষ্টি এলো

গল্পগ্রন্থ - প্রেম অনলে, রেজিয়াদের উপাখ্যান।

নাটক - ক্ষিপ্ত প্রতিশোধ, অতীত কথা বলে।

স্মৃতিচারণ গ্রন্থ - আমার দেখা একাত্তুর ।